দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় সম্পত্তি, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকারমুক্ত ও দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল রাখাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গন্ডি পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করছে। দেশের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বদ্ধ পরিকর। তাই অপরাধ প্রবণতা বন্ধে ও আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের পাশাপাশি সকল নাগরিককে ভূমিকা রাখতে হবে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। অপরদিকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দামুড়হুদা উপজেলায় বিবাহ পরানোর কাজে নিয়োজিত কাজী ও ইমামদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সহ জবাব দিহিতায় রাখা হবে, প্রয়োজনে বাল্য বিবাহ পড়ানো কাজী ও ইমামদের বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা হবে বলে ঘোষনা দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

সভায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার তদন্ত ওসি শফিউল আলম, দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, উপজেলা মহিলা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা হোসনে জাহান, দর্শনা সরকারি কলেজের প্রফেসর সজিব আহমেদ, উজিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষিকা শামসুন নাহার, দর্শনা বিজিবি কমান্ডার জহির উদ্দিন, মুন্সিপুর বিজিবি বিওপি কমান্ডার শহিদুল

ইসলাম, ঠাকুরপুর বিওপি কমান্ডার আবুল হোসেন, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কৃষ্ণপুর মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিনসহ জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান বিরোধ মাসিক সভা

জীবননগরে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান বিরোধ মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছ।

আজ সোমবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভৃমি) তিথি মিত্, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃনাসির উদদীন মৃধা,বীর মুক্তিযুদ্ধা সাইদুর রহমান প্রমুখ।

ইজিবাইক ছিনতাই করতেই চালককে

হত্যা, তিনজন গ্রেফতার

ইজিবাইক ছিনতাই করতেই হত্যা করা হয় মেহেরপুরের শোলমারী গ্রামের আব্দুর রহমানকে। আর ঘটনাটা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা ও মিশন শেষে নিরাপদে চলে যেতে পারায় আবাসিক হোটেলটিকে বেছে নেই ছিনতাইকারীরা।

ইজিবাইক চালক আব্দুর রহমান লাশ উদ্ধারের ১২ ঘন্টার মধ্যেই দুই ঘাতককে গ্রেফতার ও ইজিবাইক উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় সাংবাদিকদের সাথে প্রেসব্রিফ করে এসব কথা বলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন। গ্রেফতারকৃতরা হলো, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার দুদরাজপুর গ্রামের দিনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখ ও মেহেরপুর শহরের আবাসিক হোটেল এজাজ প্লাজার মালিক ঝন্টু মিয়া।

এসময় মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম, মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও পুলিশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আজমল হোসেন আরও বলেন, গত শুক্রবার ইজিবাইকসহ আব্দুর রহমান নিখোঁজ হওয়ার পর তার পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের স্বরণাপন্ন হয়েছিল। পুলিশের কয়েকটি টিম তখন থেকেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘটনার মোটিভ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছিল। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সাইবারক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ও সদর থানা পুলিশ এক সাথে এই বিষয়ে কাজ করছিল।

এএসপি আজমল হোসেন বলেন, ইজিবাইক, পাখি ভ্যান বা অন্যান্য যানবাহন ছিনতাইয়ের এটি একটি বিরাট চক্র। বিভাগীয় এই চক্রের সাথে এলাকার কিছু ছিনতাইকারি জড়িত। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে নাহিদ হোসেন এই ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য। তাকে দিয়েই মোবাইল ফোনে ডেকে নেওয়া হয়েছে আব্দুর রহমানকে। চুয়াডাঙ্গাতে ভাড়ায় যাওয়ার নাম করে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নেয় নাহিদ।

এএসপি আজমল হোসেন বলেন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করেই এই হত্যাকান্ডের মোটিভ উদঘাটন করা হয়েছে। হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত বাকী আসামিদেরও অল্পদিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হবে বলেও জানান

তিনি।

উল্লেখ্য, গত রবিবার বিকালে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় এজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান (৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে গত শুক্রবার (৯ জুন) সে বাড়ি থেকে ইজিবাইকসহ বের হন। তার পর আর ফিরে আসেনি। তার মোবাইল ফোনটিও বন্ধ ছিল। তাকে পরিবারের লোকজন সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুজি অব্যাহত রেখেছিল।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এই অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মাদক মামলায় ২, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২, সিআর মামলায় ১ ও ১৫১ ধারায় ১ আসামি রয়েছে।

রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় জেলার পৃথক স্থানে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেফতার করেন।
আজ সোমবার (১২ জুন) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে হেরোইন ও ইয়াবাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

৩ গ্রাম হেরোইন ও ৩০ পিচ ইয়াবাসহ আমেনা খাতুন (২৮) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটক আমেনা খাতুন গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার মতিয়ার রহমানের স্ত্রী।

এই মামলায় তার স্বামী মতিয়ার রহমান পলাতক রয়েছে। আমেনা খাতুনের কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন ও ৩০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, আটক আমেনা খাতুন ও তার স্বামী মতিয়ার রহমান বাড়িতে মাদক জড়ো করে বিক্রি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন খবরের ভিত্তিত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) মিলন কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ওই বাড়িতে অভিযান চালান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মতিয়ার রহমান পালিয়ে যায়। হেরোইন ও ইয়াবাসহ আটক হন স্ত্রী আমেনা খাতুন।

হেরোইন ও ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় আমেনা খাতুন ও মতিয়ার রহমানের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। আটক আমেনা খাতুনকে আজ সোমবার (১২ জুন) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুৃর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অটোবাইক চালক হত্যাকান্ডের ২ আসামি আটক; অটোবাইক ও মোবাইল উদ্ধার

মেহেরপুর শহরে আবাসিক হোটেল এজাজে চাঞ্চল্যকর অটোবাইক চালক আব্দুর রহমান হত্যা মামলার আসামি সন্দেহে ২ জনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটকরা হলো ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার বুদরাজপুর গ্রামের দিনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখ।

আজ সোমবার (১২ জুন) ভোররাতের দিকে ঝিনাইদহ উপজেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর থেকে রাজু শেখ ও কানারাইল গ্রাম থেকে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনের নেতৃত্বে ডিবি’র ওসি সাইফুল ইসলাম, এসআই কেএম রেজাউল আশরাফ আলীসহ পুলিশ এবং ডিবির সদস্যরা এই অভিযানে অংশ নেন।

ডিবি’র ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আজ ভোরের দিকে কালিগঞ্জ উপজেলার বুদরাজপুর গ্রামের দিনুবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে পল্লব কুমার বিশ্বাসের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় পল্লব বিশ্বাসকে আটক করার পর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রাজু শেখের শ্বশুরবাড়ি কানারাইল গ্রাম থেকে রাজু শেখকে আটক করা হয়। পরে তাদের স্বীকারোক্তী মোতাবেক সেখান থেকে নিহত আব্দুর রহমানের অটোবাইক ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ। অটোবাইক ছিনতাই উদ্দেশ্যে মূলত আব্দুর রহমানকে খুন করা হয় বলে জানা গেছে।

ওসি সাইফুল ইসলাম আরও জানান, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ছিনতাইকারীদের মোবাইল ট্রাকিং করে আব্দুর রহমান হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। হত্যার সঙ্গে জড়িত অপর আসামিদের দ্রুত আটক করা হবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গতকাল রবিবার বিকালে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় এজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান

(৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আজ রবিবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে উক্ত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটির আইন-শৃঙ্খলা সভায় আলোচনার বিষয় ছিলো সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকারমুক্ত ও দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল, আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, সিভিল সার্জন সাজ্জাদ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা জীবননগর ও দামুড়হুদার উপজেলা নির্বাহি অফিসার বৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ।

দামুড়হুদার ধান্যঘরায় বাবর আলীর হত্যার রহস্য উৎঘাটন সংবাদ সম্মেলনে জেলা পুলিশ

দামুড়হুদায় ফল ব্যবসায়ীকে গলাকেটে হত্যা রহস্য ২৪ ঘন্টায় উদঘাটন করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। ঘটনার পরের দিন স্ত্রী মহিমা বেগম (৪০) কে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে নিজেই তার স্বামীকে জবাই করে।

এ ঘটনায় আজ রবিবার সকাল ১১ টায় দর্শনা থানা চত্তরে এ সংবাদ সম্মেলন করে জেলা পুলিশ চুয়াডাঙ্গা।
এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এএসপি দামুড়হুদা সার্কেল জাকিয়া সুলতানা।

এ সময় তিনি বলেন হত্যার কাজে ব্যবহৃত উদ্ধার করা হয় ঘরের মধ্যে খাটের নিচ থেকে হাসুয়া। মহিমা বিভিন্ন এনজিও ঝণের টাকা নিয়েই স্ত্রীর বলির শিকার হয় স্বামী বাবর আলী। এই এনজিও ঝণের কারনে স্বামী বাবর আলীর সাথে মাঝে মধ্যে পারিবারিক দন্দ হত। গত বৃহস্পতিবার ৮ মে ঐ দিন সন্ধার দিকে স্বামী বাবর আলীর সাথে বাক বিতন্ড হয়।সেই রাত্রে ধারালো হাসুয়া দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় বাবর আলীকে স্বজোরে গলায় কোপ দেয়।তার চিৎকার শুনে বাড়ি লোকজন ছুটে এসে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।চিকিৎধীন অবস্থায় অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরনে তার মৃত্য হয়। এ ঘটনায় নিহত বাবর আলীর ভাই ছাবের আলী বাদি হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামী করে মামলা করে দর্শনা থানায়।

তবে থানা হেফাজতে নেওয়া তার স্ত্রীকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায় স্বীকার করেন সে নিজেই খুন করেছে তার স্বামীকে। তার স্বীকারোক্তিতে পুলিশ উদ্ধার করে হত্যা কাজে ব্যবহৃত হাসুয়া।

দর্শনা থানা পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ হত্যার রহস্য উৎঘটন করায় সাবুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসি।উল্লেখ্য, গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার দিনগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহত বাবর আলী উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের আব্দুস ছাত্তারের ছেলে।এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ ওসি তদন্ত এস এম আমানউল্লা আমান, দর্শনা থানার ওসি

অপারেশন নীরব হোসেন, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই আহম্মেদ বিশ্বাস।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে
আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলায় ২ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেপতার করেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (১১ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে ১০ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার আসামি জালাল আহম্মেদকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত জালাল আহম্মেদ সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে।

শনিবার দিবাগত মধ্য রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন পুলিশ।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৩৪/১৯ নং মামলায় আদালত তাকে ১০ মাসের সাজা দিয়েছেন। তারপর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। গ্রেফতারকৃত জালাল আহম্মেদকে আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।